International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-I, January 2024, Page No.48-56
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i1.2024.48-56

‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের পাঠান্তর নির্ণয় ও সমীক্ষায় একটি প্রাগ্রসর গবেষণা

বর্ণালী পাল

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Pasupati Sasmal (1September1936-15 January 1997) was an eminent Professor in department of Bengali, Visva-Bharati, Santiniketan. Beside this identity he is known as a meritorious Scholar in Bengali Literature. His Research works were admired by many famous personality like Upendrakumar Das, Panchanan Mondal, Shashibhushan Dasgupta, Binay Ghosh etc. The area of Pasupati Sasmal's Research works is diverse and vast, but his main interest was in the manuscripts of Rabindranath's literary works. He did a very difficult research based on manuscripts of some novels by Rabindranath and from one of them is titled as Ghare-Baire Pathantar Nirnay o Sameeksha. He did this research mainly with the help of two manuscripts(manuscripts no.359 and 232) of the novel Ghare-Baire that are preserved in the precious archive of Rabindra-Bhavana of Visva-Bharati. Pasupati Sasmal had executed the work by composed it in two parts. In part one he had discussed some unknown and interesting facts releated with the writing and publishing of the novel. And from the second part we can get to know the process that how the writing of the novel Ghare-Baire was completed by several changes done by Rabindranth himself. Pasupati Sasmal had also discussed whether the changes enhanced or decreased the quality of the novel. For all these reason we can say that this reseaech by Pasupati Sasmal is valuable in the context of the criticism of Rabindranth's novel Ghare-Baire. In this essay we have tried to give an introduction of the Research Work and also analyse its importance or relevance.

Keywords: Rabindranath, Ghare-Baire, Pasupati Sasmal, Manuscript, Textual variants.

মূল আলোচনা: ১৯৩৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর পূর্বতন মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমা অন্তর্গত কামারদা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মা মাতঙ্গিনী শাশমল, পিতা চিরঞ্জীবনেশ্বর শাশমল। প্রথমাবিধই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৫৩ সালে মেদিনীপুরের অজয়া বিদ্যামন্দির থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর ১৯৫৫ এবং ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ থেকে যথাক্রমে আই.এ. ও বি. এ. পাশ করেন তিনি। এরপর ঘটে সেই অভাবনীয় ঘটনা। মেদিনীপুরের এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কলকাতায় পড়তে আসা সেদিনের বিদ্যোৎসাহী যুবক এবং পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগের

অধ্যাপক ও একজন নিষ্ঠাবান গবেষক পশুপতি শাশমল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাংলা বিভাগ থেকে) স্নাতকোত্তর স্তরে (১৯৫৯ সালে) প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের স্বর্ণপদকসহ ব্রহ্মময়ী স্বর্ণপদক, অন্নপূর্ণা দেবী গোল্ড-রিমড রৌপ্যপদক, স্যার আশুতোষ মুখার্জি রৌপ্যপদক এবং বিশেষ বৃত্তি অর্জন করেন। ১৯৬৭ সালে ‘স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য’[১] বিষয়ে গবেষণাকর্মের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডি.ফিল ডিগ্রি লাভ করেন।

পশুপতি শাশমলের গবেষণাকর্মের পরিধি বহু বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত। তাঁর কয়েকটি মূল্যবান গবেষণাকর্ম হল ‘বাংলা পুথি ও তার রচয়িতার নাম বর্ণানুক্রমিক তালিকা’[২], ‘পুথিপরিচয়’(ষষ্ঠ খণ্ড)[৩], ‘পারিবারিক খাতায় রবীন্দ্ররচনা ও রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ’[৪], ‘রামাঞি পণ্ডিতের শ্রীধর্মপূজাবিধান ও একটি ধানের পালা’[৫], রবীন্দ্রনাথের আদিপর্বের সংস্কৃত চর্চা[৬], ‘বাংলা পরিভাষা: সংগ্রহ ও সমীক্ষা’[৭], ‘ফরস্টারের অভিধানের ধাতু সংকলন’[৮]। এছাড়া ‘চর্যাগীতির রমণী’, ‘বিধবাবিবাহ সম্পর্কে রাখালদাস হালদার’, ‘হালহেডের ব্যাকরণে প্রাচীন বাংলা কাব্যের প্রথম মুদ্রিত পাঠ’, ‘রবীন্দ্রনাটক ও তিন সময়’, ‘বাংলা উপন্যাসে মনোবিকলন : বিকাশ ও বৈচিত্র্য’, ‘জীবনানন্দের কথাসাহিত্য: কিছু বিশিষ্টতা’, ‘কবিতার দৃশ্য রূপ: তত্ত্বে ও প্রয়োগে’ প্রবন্ধগুলি পশুপতি শাশমলের প্রাতিস্বিক চিন্তাধারার কয়েকটি দৃষ্টান্ত। পশুপতি শাশমলের গবেষণাকর্ম দেখে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিনয় ঘোষ, প্রশান্তকুমার পালের মতো বিশিষ্টজন। শংসাপত্রের মাধ্যমে তাঁর কাজের প্রশস্তি করেছেন উপেন্দ্রকুমার দাস, পঞ্চানন মণ্ডল, শশিভূষণ দাশগুপ্তর মতো গুণীজন। বাংলা সাহিত্যের এহেন একজন নিষ্ঠাবান গবেষক পশুপতি শাশমলের রবীন্দ্র উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিভিত্তিক একটি গবেষণাকর্মের পরিচয় প্রদান ও তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ আমাদের অন্বিষ্ট। এখানে উল্লেখ্য, পশুপতি শাশমলের পুত্র এবং বর্তমানে বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অতনু শাশমলের বদান্যতায় এই কাজটি দেখার সুযোগ হয় আমাদের। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিকে অবলম্বন করে পশুপতি শাশমলের বিস্ময়কর কাজ(যা দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছেন এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব)[৯] হল ‘গোরা-পরবর্তী রবীন্দ্র উপন্যাস(চতুরঙ্গ থেকে চার অধ্যায়) পাঠান্তর সংকলন ও তার বিশ্লেষণ’। পশুপতি শাশমল তাঁর জীবৎকালে প্রভূত শ্রম স্বীকার করে এই গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করে গেলেও একে গ্রন্থরূপ দিয়ে যেতে পারেননি তাঁর অকাল প্রয়াণ(১৫ জানুয়ারি ১৯৯৭)-এর কারণে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি-ভিত্তিক পূর্বোক্ত সুবৃহৎ গবেষণাকর্মটির একটি অংশ হল ‘ঘরে-বাইরে পাঠান্তর নির্ণয় ও সমীক্ষা’। এখন এই গবেষণাকর্মটির পরিচয় তুলে ধরা যেতে পারে।

‘ঘরে-বাইরে পাঠান্তর নির্ণয় ও সমীক্ষা’ শীর্ষক গবেষণাকর্মটিতে পশুপতি শাশমল ঠিক কোন সময়ে মনোনিবেশ করেছিলেন তা সুনির্দিষ্ট করে জানা না গেলেও কয়েকটি পরোক্ষ তথ্য থেকে এই কাজের সময়কাল সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। পরোক্ষ সেই তথ্যগুলি সন্নিবেশিত হল:

ক) পশুপতি শাশমল এক স্থলে(বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগের রিডার পদের একটি আবেদন পত্র, তারিখ: ২.৬.৮২)-এ লেখেন, ‘রবীন্দ্রনাথের গোরা পরবর্তী উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিভিত্তিক পাঠসংকলন ও তার বিশ্লেষণ সম্পর্কে কাজ করেছি ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত এবং এখনও করছি।

খ) ঘরে-বাইরে পাঠান্তর নির্ণয় ও সমীক্ষা’ নামাঙ্কিত গবেষণাকর্মের জন্য পশুপতি শাশমল ভিত্তিগ্রন্থ হিসেবে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে প্রকাশিত ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের(পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৪) বিশেষ গ্রন্থ ব্যবহার করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূর্বোক্ত প্রকাশনা থেকে ১৯৭৪-এর পর ‘ঘরে-বাইরে’

উপন্যাসের পুনর্মুদ্রণ হয় আগস্ট ১৯৮০-তে।

গ) ব্যবহৃত ভিত্তিগ্রন্থ(‘ঘরে-বাইরে’,পুনর্মুদ্রণ : ১৯৭৪)-টিতে পশুপতি শাশমল তাঁর নাম স্বাক্ষর করে যে তারিখ দেন তা হল ‘৯.১.৭৯’ অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের ৯ জানুয়ারি।

পূর্বোক্ত তিনটি পরোক্ষ কিন্তু প্রাসঙ্গিক তথ্য থেকে ‘ঘরে-বাইরে পাঠান্তর নির্ণয় ও সমীক্ষা’ নামক গবেষণাকর্মটির ঊর্দ্ধ সময়সীমা হিসেবে বিশ শতকের সত্তরের দশক এবং নিম্ন সময়সীমা হিসেবে আনুমানিক অব্যবহিত পরবর্তী আশির দশককে চিহ্নিত করা যায়।

তৎকালীন দুটি ‘বঙ্গ লিপি’ খাতায়, যাকে পশুপতি শাশমল ‘নোট খাতা’ বলে উল্লেখ করেছেন, দুটি ভাগ বা পর্যায়(ঘরে-বাইরে: ১ এবং ঘরে-বাইরে: ২)-এ আলোচ্য গবেষণার কাজ করেছিলেন। এর মধ্যে ঘরে-বাইরে: ১ তথা প্রথম ‘নোট খাতা’য় পশুপতি শাশমল তাঁর কাজের জন্য ব্যবহৃত উপকরণের সূচি প্রস্তুত করে সেই অবলম্বিত উপাদান অর্থাৎ বিশ্বভারতীর অমূল্য সংগ্রহশালা রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত ৩৫৯ নম্বর এবং ২৩২ নম্বর পাণ্ডুলিপির সানুপুঙ্খ ও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তবে এখানে বলে নেওয়া যায়, পশুপতি শাশমল তাঁর কাজের জন্য প্রধানত ৩৫৯ নম্বর পাণ্ডুলিপির ওপর নির্ভর করেছেন; ক্ষেত্রবিশেষে, যেখানে ৩৫৯ নম্বর পাণ্ডুলিপির পাঠ দুর্বোধ্য সেখানে ২৩২ নম্বর পাণ্ডুলিপির সাহায্য নিয়েছেন তিনি। ৩৫৯ নম্বর পাণ্ডুলিপির ওপর বেশি নির্ভর করার কারণ তাঁর আলোচনাতেই তুলে ধরা হয়েছে। পশুপতি শাশমলের মনোজ্ঞ আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ৩৫৯ নম্বর পাণ্ডুলিপিই ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের আদি পাণ্ডুলিপি যা আগাগোড়া রবীন্দ্র হস্তাক্ষরে লিখিত এবং সংশোধিত। এই ৩৫৯ নম্বর পাণ্ডুলিপিতেই ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের প্রাথমিক পাঠ এবং সংশোধনোত্তর সর্বশেষ পাঠ বর্তমান; আর এর সংশোধনোত্তর পাঠ অবলম্বনে তৈরি হয় উপন্যাসটির প্রেস কপি (‘সবুজ পত্র’-এর জন্য)। এই কারণে ৩৫৯ নম্বর পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব অধিক এবং এর নির্ভরযোগ্যতা বেশি। অন্যদিকে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় দ্বারা ৩৫৯ নম্বর পাণ্ডুলিপির অনুসরণে প্রস্তুত হয় ২৩২ নম্বর পাণ্ডুলিপি। এক্ষেত্রে ৩৫৯ নম্বর পাণ্ডুলিপি থেকে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসের মূলত বৃহদায়তন বর্জিত পাঠের অনুলিপি করেছেন।

৩৫৯ নম্বর পাণ্ডুলিপির বিবরণে পশুপতি শাশমল রবীন্দ্রভবনের ‘MANUSCRIPT REGISTER’-এর ৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত পাণ্ডুলিপির পরিচিতি এবং তাঁর নিজস্ব পর্যবেক্ষণের সাহায্যে এর মলাটের প্রকৃতি, আয়তন (২৫×২৮সে.মি.), ব্যবহৃত কালি, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যার কথা বলেছেন। আলোচ্য পাণ্ডুলিপির একটি বিশেষ পৃষ্ঠা সম্পর্কে এখানে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। পূর্বোক্ত ‘MANUSCRIPT REGISTER’-এর বিবরণ অনুযায়ী ৩৫৯ নম্বর পাণ্ডুলিপির মোট লিখিত পৃষ্ঠা সংখ্যা হল ২০৭; কিন্তু পশুপতি শাশমল মূল উপন্যাসের পাঠ লেখা শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী একটি অতিরিক্ত পৃষ্ঠার কথা বলেছেন। অতিরিক্ত সেই পৃষ্ঠাটি হল রবীন্দ্র হস্তাক্ষরে লেখা ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের টাইটেল পেজ বা নামপত্র। সেই অনুযায়ী ৩৫৯ নম্বর পাণ্ডুলিপির মোট লিখিত পৃষ্ঠার সংখ্যা হয় ২০৮টি। পশুপতি শাশমলের মতে এই নামপত্রটি ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাস রচনাকালীন লেখা হয়নি; বরং এটি লেখা হয় অনেক পরে। এবং নিজ মন্তব্যের প্রমাণস্বরূপ তিনি প্রথম ‘নোট খাতা’র ‘উপকরণের বিবরণ’ শীর্ষক অংশে নামপত্রটি যথাযথভাবে উদ্ধার করেছেন— ‘শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ ৩ নবেম্বর/ ১৯২৭/ ঘরে বাইরে’[১০]। এখান থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় ১৯২৭ সালের ৩ নভেম্বর পূর্বোক্ত নামপত্রটি লেখা হয়। ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাস প্রকাশিত (‘সবুজ পত্র’-এ বৈশাখ-ফাল্গুন ১৩২২; গ্রন্থাকারে ১৯১৬) হওয়ার এত বছর পর রবীন্দ্রনাথ কেন

এই নামপত্রটি লিখতে গেলেন প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এর সম্ভাব্য কারণ প্রথম ‘নোট খাতা’য় ব্যক্ত করেছেন পশুপতি শাশমল:

> কান্তিক প্রেসের স্বত্বাধিকারী হিসেবে হোক অথবা সবুজ পত্রের সম্পাদনাকর্মে জড়িত মানুষ হিসেবেই হোক রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে লিখিত ও সংশোধিত ঘরে-বাইরের এই প্রেস কপির ছিন্নপত্রগুলি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকটেই থেকে যায় শেষ পর্যন্ত, তা রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর পক্ষের কাউকে আর ফেরত দেওয়া হয়নি তখন, যেমন গোরা উপন্যাসের প্রেস কপি প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট থেকে যায়। যা হোক ঘরে-বাইরের ঐ প্রেস কপির ছিন্নপত্রগুলি পরে কোনো এক সময় মণিলাল পাঠের ধারাবাহিকতায় বাঁধিয়ে নেন একত্রে অথবা বাঁধাবার পরিকল্পনা করেন, এবং তখন তাঁর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ এই বাঁধানো খাতার নামপত্রের মতো একটি পাতায় কিছু লিখে দেন, অথবা প্রস্তাবিত বাঁধাই খাতার জন্য একটি নামপত্র লিখে দেন এইভাবে: ‘শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / ৩ নবেম্বর/১৯২৭/ ঘরে বাইরে।’’[১১]

এখানে উল্লেখ্য, রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের ৩৫৯ নম্বর পাণ্ডুলিপির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আমরা অন্যত্র এক স্থানে পেয়েছি, যেখানে আলোচ্য নামপত্রটির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “উপন্যাস রচনার বহুকাল পরে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র মোহনলালের অনুরোধে পাণ্ডুলিপির শুরুতে রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষর করেন: ‘শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/৩ নভেম্বর/ ১৯২৭’।”[১২] উপন্যাসটির নামপত্র বিষয়ে পশুপতি শাশমলের প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত বিবরণের দুটি জায়গায় স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়; একটি, কার অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ এই নামপত্র লেখেন সেই বিষয়ে, অন্যটি, যে মাসে নামপত্র লেখা হয় তার বানান (নবেম্বর/নভেম্বর) সম্পর্কিত। এই মতপার্থক্য সম্পর্কে এখানে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাস ‘কান্তিক প্রেস’ থেকে ‘সবুজ পত্র’-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় কান্তিক প্রেসের স্বত্বাধিকারী ছিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। এবং নামপত্রটি যখন লেখা হয় (৩ নভেম্বর ১৯২৭) তিনি তখন জীবিত ছিলেন। সেদিক থেকে পশুপতি শাশমলকৃত অনুমান অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধে ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের নামপত্রটি লেখেন অধিক যুক্তিসঙ্গত। এবং দ্বিতীয় যে মতভেদ, সেক্ষেত্রেও পশুপতি শাশমল দ্বারা পরিবেশিত তথ্যটিই ঠিক। আমরা রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত ৩৫৯ নম্বর পাণ্ডুলিপিটি মিলিয়ে দেখেছি এবং সেখানে দেখা গেছে নামপত্রে রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষর করে যে তারিখ দেন তা হল ‘৩ নবেম্বর/ ১৯২৭’। সকলের সুবিধার্থে ৩৫৯ নম্বর পাণ্ডুলিপি থেকে নামপত্রসম্বলিত পৃষ্ঠাটির একটি ফোটোকপি এখানে দেওয়া হল।

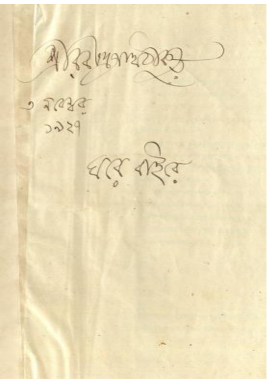

চিত্র : ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের ৩৫৯ নম্বর পাণ্ডুলিপির নামপত্র।

‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাস রচনার জন্য রবীন্দ্রনাথ কোন কোন ধরনের কাগজ ব্যবহার করেছিলেন, সেই কাগজের মান এবং জলছাপ কেমন ছিল, কোন ধরনের কাগজে উপন্যাসের কতটা পাঠ লেখা হয়েছিল ইত্যাদি নানা সূক্ষ্ম তথ্য উঠে এসেছে পশুপতি শাশমলের অন্বেষণে। এমনকী ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের খাতার পৃষ্ঠা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য(‘সাধারণত প্রতি কাগজের উভয় পৃষ্ঠাতেই তিনি লিখেছেন; ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিক্রম আছে—যেমন ভবন-প্রদত্ত পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮৫-এর বিপরীত, ১৪২-এর বিপরীত ইত্যাদি; ...সাধারণত তার উভয় পৃষ্ঠার বাম দিকের অর্ধে মূল অংশের প্রাথমিক পাঠ লেখা এবং ডান দিকের অর্ধটি সংশোধন-সংযোজন উপলক্ষে ব্যবহার করা।’)[১৩] রবীন্দ্রনাথ বা অপরের দ্বারা পত্র বা পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়ার বৈশিষ্ট্য, উপন্যাস লেখার কাজে ব্যবহৃত কালির রং, সেই কালির গাঢ়তা এবং ‘কলমের নিবের তারতম্য’, অক্ষর বা লিপির স্থূলতা-সূক্ষ্মতা কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। ৩৫৯ নম্বর এই পাণ্ডুলিপিতে প্রেসের উদ্দেশে পেন্সিলে লেখা নির্দেশাদি এবং এর পাতায় প্রেসের কালির ছাপের কথাও প্রথম ‘নোট খাতা’য় উল্লেখ করেছেন পশুপতি শাশমল। আপাতদৃষ্টিতে পশুপতি শাশমলের এই বিবরণকে নীরস তথ্য বা বাক্যজাল বলে মনে হতে পারে; কিন্তু ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসসংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উদ্ভাষণে এই তথ্যগুলির ভূমিকা অপরিসীম। ৩৫৯ নম্বর পাণ্ডুলিপিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার ফলে প্রাপ্ত উপরোক্ত তথ্যগুলির ভিত্তিতে পশুপতি শাশমল যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা হল, রবীন্দ্রনাথ একটানা ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাস লেখার কাজ শেষ করার পর সম্পূর্ণ উপন্যাসটি একসঙ্গে ছাপার জন্য প্রেসে দিয়েছিলেন এমন নয়; বরং ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাস লেখা হয় ধাপে ধাপে, কিস্তিতে কিস্তিতে। একইসঙ্গে চলে সংশোধনকার্যও। এবং এককেবারে সংশোধনসহ যতটুকু উপন্যাসের পাঠ লেখা হয়, ততটুকুই ছাপা হয় ‘সবুজ পত্র’-এর এক একটি সংখ্যায়। ৩৫৯ নম্বর পাণ্ডুলিপির ভবন-প্রদত্ত ১৬৫ পৃষ্ঠার ‘উপরের দিকে লাল কালিতে সরু নিবে লেখা’[১৪] ‘মাঘ ১৩২২’ কথাগুলি এবং ১৮৩ পৃষ্ঠার পেন্সিলে লেখা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথের চিঠি:

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মণিলাল, এবার নানা ঝঞ্ঝাটে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি লিখে দিলুম-বেশিও লিখতে পারলুম না, মন দিয়েও লেখা হল না। যা হোক তোমার সবুজ পত্রের রাজদরবারে মাঘের কিস্তির সদর খাজনা চালান করে দিলুম—এর উপরেও কিছু নজর দেবার মত সঙ্গতি নেই।

রবিদাদা[১৫]

পশুপতি শাশমলের এই মন্তব্যকে জোরালো করে। এর পাশাপাশি পূর্বোক্ত তথ্যগুলির সাহায্যে(যেমন, রবীন্দ্রনাথ বা অপরের দ্বারা পত্র বা পৃষ্ঠা সংখ্যা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য,পাণ্ডুলিপির পাতায় প্রেসের কালির দাগ এবং কম্পোজ সংক্রান্ত নির্দেশাদি) জানা যায় রবীন্দ্র হস্তাক্ষরে লিখিত ও সংশোধিত ঘরে-বাইরে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির সংখ্যা একটিই (অর্থাৎ ৩৫৯ নম্বর পাণ্ডুলিপি) এবং সেটির অবলম্বনে তৈরি হয় ‘সবুজ পত্র’-এর প্রেস কপি। ‘ঘরে-বাইরে পাঠান্তর নির্ণয় ও সমীক্ষা’ শীর্ষক গবেষণাকর্মের প্রথম ‘নোট খাতা’য় উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটির রচনা এবং প্রকাশসংক্রান্ত পশুপতি শাশমলের যে

পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ তা রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠকের কাছে এক অমূল্য প্রাপ্তি এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

‘ঘরে-বাইরে: ২’ তথা দ্বিতীয় নোট খাতার বিষয় হল ‘উপন্যাসটির পাঠান্তরভিত্তিক বিষয় ও প্রকরণগত পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা’(৩৫৯ নং পাণ্ডুলিপির ভবন প্রদত্ত পৃষ্ঠাসংখ্যা ১-১৬; পূর্বোক্ত ভিত্তিগ্রন্থের পৃষ্ঠা ৫-১৭/ পং ৫ পর্যন্ত)। এবং এই আলোচনার জন্য পশুপতি শাশমল উপাদান হিসেবে রবীন্দ্রভবনের পূর্বোক্ত ৩৫৯ নম্বর পাণ্ডুলিপি, ২৩২ নম্বর পাণ্ডুলিপি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রকাশিত ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের ‘অক্টোবর ১৯৭৪: ১৮৯৬ শক’ সংস্করণের একটি গ্রন্থ এবং ‘সবুজ পত্র’-এর ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ফাল্গুন সংখ্যাগুলি ব্যবহার করেছেন। এখানে বলে নেওয়া যায়, পশুপতি শাশমল ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের পাঠান্তর বিষয়ক আলোচনার জন্য নির্বাচন পদ্ধতি (Selective Method), তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method) এবং বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (Analytical Method) অবলম্বন করেছেন। আলোচ্য কাজটির জন্য নির্বাচন পদ্ধতি অবলম্বন করার যৌক্তিকতা পশুপতি শাশমলের ব্যাখ্যা থেকে এখানে উদ্ধৃত করা হল:

> ... কেবল উপন্যাসের বিষয় ও রূপের (Content and form) দিক থেকে যে সকল অংশের বিশেষ গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় তাদেরই সংগ্রহ ও সমীক্ষা করা হবে। অর্থাৎ বিশুদ্ধ শব্দগত, চিহ্নগত, অনুচ্ছেদগত তাৎপর্যহীন সাধারণ প্রকৃতির পরিবর্তন সাধনের আনুপূর্বিক ও আনুপুঙ্খিক ইতিহাস রচনা নয়, তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যাদি নির্দেশ করা হবে মাত্র; কিন্তু যার পরিণাম বা অভিঘাত সম্ভাবনাময় তাৎপর্যপূর্ণ কিংবা ব্যাপক ফলপ্রসূ তাদের প্রতিই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।[১৬]

যথার্থই পশুপতি শাশমল ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের ৩৫৯ নম্বর পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে উপন্যাসটির প্রাথমিক পাঠ, তাৎপর্যপূর্ণ সংশোধিত পাঠ এবং সংশোধনোত্তর সর্বশেষ গৃহীত পাঠ (যার অবলম্বনে প্রেস কপি প্রস্তুত হয়) উদ্ধার করে এদের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে উপন্যাসটির রূপান্তর তথা বিবর্তনের প্রক্রিয়াকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ৩৫৯ নম্বর পাণ্ডুলিপির সর্বশেষ গৃহীত পাঠের সঙ্গে ‘সবুজ পত্র’-এ প্রকাশিত উপন্যাস পাঠ এবং এই পত্রিকা পাঠের সঙ্গেও গ্রন্থপাঠের স্বাতন্ত্র্যকে লক্ষ করে চিহ্নিত করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বা তাঁর অনুমোদনে ‘এইভাবে বিভিন্ন স্তর (প্রাথমিক পাঠ ⟶ সংশোধিত পাঠ ⟶ সংশোধনোত্তর গৃহীত পাঠ = প্রেস কপি ⟶ ‘সবুজ পত্র’-এর প্রুফে সংশোধন = পত্রিকা পাঠ ⟶ পত্রিকা পাঠের সংশোধন = গ্রন্থ পাঠ)-এ উপন্যাসের পাঠ সংশোধিত হওয়ায় সৃষ্টি হয় বিপুল পাঠান্তরের। এইসব পাঠান্তর থেকে তাৎপর্যপূর্ণ পাঠান্তরগুলির সংগ্রহ ও সমীক্ষা করেছেন পশুপতি শাশমল। তাঁর এই প্রভূত শ্রমপূর্ণ কাজের ফলে আমরা যেমন একটি রচনার ‘নির্মাণ’ থেকে সৃষ্টিকর্ম অর্থাৎ উপন্যাস হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া (Process)-কে অনুধাবন করার সুযোগ পাই, তেমনি এই বিবর্তনের ধারাবাহিকতা পর্যবেক্ষণে রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক মানসকে অনেকাংশে উপলব্ধি করতে পারি বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসে বর্ণিত মূল বিষয়বস্তু (Content) হল বিমলা-নিখিলেশ-সন্দীপের পারস্পারিক সম্পর্কগত জটিলতার উন্মেষ ও পরিণাম, এক কথায় বা স্থূল কথায় নরনারীর পারস্পারিক সম্পর্করহস্য অনুধাবন। এই উপন্যাসে লেখক যে বিষয় সম্বন্ধে বলতে চান তার সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা তার ছিল, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই সাধারণ ঘটনার বিশেষ স্বভাব বা প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য

(Contents in Particular), ঘটনা বা বিষয়ের (Content in details) সম্বন্ধে কোনো পূর্বনির্ধারিত সুস্পষ্ট ছক ছিল না, কেননা তা একান্তভাবে থাকা স্বাভাবিক নয়।’[১৭] আর এই কারণেই ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাস রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকটি বিষয়ে দ্বিধার সম্মুখীন হন বলে জানিয়েছেন পশুপতি শাশমল। উপন্যাসের নামকরণ, কথনরীতি, এর ভাষারীতি অর্থাৎ সাধু না চলিত কোন রীতিতে উপন্যাসটি লেখা হবে, উপন্যাসটির অধ্যায় নাম(কখনো শিরোনামহীন, কখনো ‘ডায়ারি’, ‘আত্মকথা’ আবার কখনো ‘কথা’), উপঅধ্যায় এবং উপঅধ্যায়ের সংখ্যা দেওয়া বা না দেওয়ার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দোলাচালতাকে যথাযথ যুক্তি ও উদাহরণসহকারে তুলে ধরেছেন তিনি। এর পাশাপাশি উপন্যাস রচনার কোন পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে এই দ্বিধা অতিক্রম করেন তাও আলোচ্য গবেষণাকর্মে বিশ্লেষণ করেছেন পশুপতি শাশমল। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ‘নোট খাতা’র ৭-৮ পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত ‘৩৫৯ নং পাণ্ডুলিপিতে লেখা উপন্যাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের তথ্যভিত্তিক বিবরণ-তালিকা’-টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিভিত্তিক পশুপতি শাশমলের এই অমূল্য গবেষণাকর্মের মাধ্যমে উপন্যাসটির রচনাকার্যে লেখক রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা, সেই দ্বিধা উত্তরণের ইতিবৃত্ত, সর্বোপরি একটি উপন্যাসের সৃষ্টির নেপথ্যের বহু ইতিহাস উন্মোচিত হয়েছে বলা যায়। পশুপতি শাশমলের ‘ঘরে-বাইরে পাঠান্তর নির্ণয় ও সমীক্ষা’ শীর্ষক গবেষণাকর্মের বিশেষত্ব এখানেই যে, তিনি কেবল ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের পাঠান্তরগুলির সংকলন করেননি; বরং পাঠ-পরিবর্তনের সম্ভাব্য কারণ এবং সেই পাঠ-পরিবর্তন উপন্যাসের উৎকর্ষ নাকি অবনমন ঘটিয়েছে তার আলোচনাও করেছেন। এর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের সমালোচনায় যে এক নতুন দৃষ্টিকোণ বা দিগন্ত উন্মোচিত হল তা বলা বাহুল্য।

আমাদের এই আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, পশুপতি শাশমলের ‘ঘরে-বাইরে পাঠান্তর নির্ণয় ও সমীক্ষা’ শীর্ষক গবেষণাকর্মটি অসমাপ্ত হলেও রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের রচনা ও প্রকাশসম্পর্কিত বহু নেপথ্য বিষয়ের উন্মোচনে আলোচ্য কাজটির গুরুত্ব যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি গবেষকদের, যাঁরা ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি নিয়ে কাজ করবেন তাঁদের দিশা দেখাবে পশুপতি শাশমলের এই মূল্যবান গবেষণাকর্মটি।

তথ্যসূত্র:

1) পশুপতি শাশমলের এই গবেষণাকর্মটি পৌষ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে প্রথম গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় এবং ২০২০-র কলকাতা বইমেলায় এই বইয়ের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ থেকে।
2) পশুপতি শাশমল, বাংলা পুথি ও তার রচয়িতার নাম কালানুক্রমিক তালিকা, বাংলা বিভাগ ও গবেষণা প্রকাশন সমিতি, বিশ্বভারতী।
3) ঐ, পুথিপরিচয় ষষ্ঠ খণ্ড, বাংলা বিভাগ, গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।
4) ঐ, পারিবারিক খাতায় রবীন্দ্ররচনা ও রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ০৯, প্রথম সংস্করণ: নভেম্বর ২০০২। উল্লেখ্য, পশুপতি শাশমলের এই গ্রন্থ দীর্ঘদিন দুষ্প্রাপ্য থাকার পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র অতনু শাশমলের সম্পাদনায় ডিসেম্বর ২০২১-এ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত আকারে পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ নামে দোসর পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
5) পশুপতি শাশমল, অতনু শাশমল, রামাঞি পণ্ডিতের শ্রীধর্মপূজাবিধান ও একটি ধানের পালা, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ৪৪ এ চক্রবর্তী লেন, শ্রীরামপুর, হুগলি, প্রথম প্রকাশ: ২৪ জুলাই ২০০৭।
6) এই বিষয়ে পশুপতি শাশমলের আলোচনা সংকলিত হয়েছে মালতীপুথির একচল্লিশ পৃষ্ঠা ও অন্যান্য শীর্ষক গ্রন্থে, সংকলন ও সম্পাদনা: অতনু শাশমল, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ৫১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ: ২০১৯।
7) ঐ, বাংলা পরিভাষা: সংগ্রহ ও সমীক্ষা, (প্রকাশিতব্য)।
8) ঐ, ফরস্টারের অভিধানের ধাতু সংকলন, (প্রকাশিতব্য)।
9) সুকান্ত চৌধুরী, দ্র. সুমন সেনগুপ্ত সম্পাদিত বইয়ের দেশ, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮, ১৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১১৪।
10) পশুপতি শাশমল, ঘরে-বাইরে পাঠান্তর নির্ণয় ও সমীক্ষা, ১নং নোট খাতা, পৃ.৫ (পশুপতি শাশমলকৃত পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করা হল)।
11) তদেব, পৃ. ১০।
12) সনৎকুমার বাগচী, রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ, প্রকাশক : সাহিত্য প্রকাশ, ৬০ জেমস লঙ সরণি, কলিকাতা ৩৪, পরিবেশক: পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা: ৯, প্রথম প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ৬৩।
13) পশুপতি শাশমল, ঘরে-বাইরে পাঠান্তর নির্ণয় ও সমীক্ষা, ১নং নোট খাতা, পৃ.৬-৭ (এখানেও পশুপতি শাশমলকৃত পৃষ্ঠা সংখ্যা ব্যবহৃত হল)।
14) তদেব, পৃ. ৮।
15) তদেব, পৃ. ৯ এবং পৃ. ১৩।
16) তদেব, ২নং নোট খাতা, পৃ. ৩।
17) তদেব, পৃ. ৩৪।

সহায়ক গ্রন্থ:

1) কল্পনা হালদার, পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা, সাহিত্যলোক, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ১৯৯৮।
2) কানাই সামন্ত (তথ্য ও পাঠ-সংকলন), রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-পরিচয় (নলিনী পুষ্পাঞ্জলি ক্ষণিকা শিশু খেয়া গীতিমাল্য-গীতালি বলাকা ফাল্গুনী ও অন্যান্য), রবীন্দ্রচর্চা-প্রকাশ ৬, রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন, ২৫ বৈশাখ ১৩৯৮।
3) ত্রিপুরা বসু, বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠপরিক্রমা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০০।
4) পশুপতি শাশমল, প্রবন্ধ অষ্টাবিংশতি, সংকলন ও সম্পাদনা : অতনু শাশমল, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা ২০১৭।
5) মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম, পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা, গতিধারা, ঢাকা-১১০০, ষষ্ঠ সংস্করণ: নভেম্বর ২০১৪।